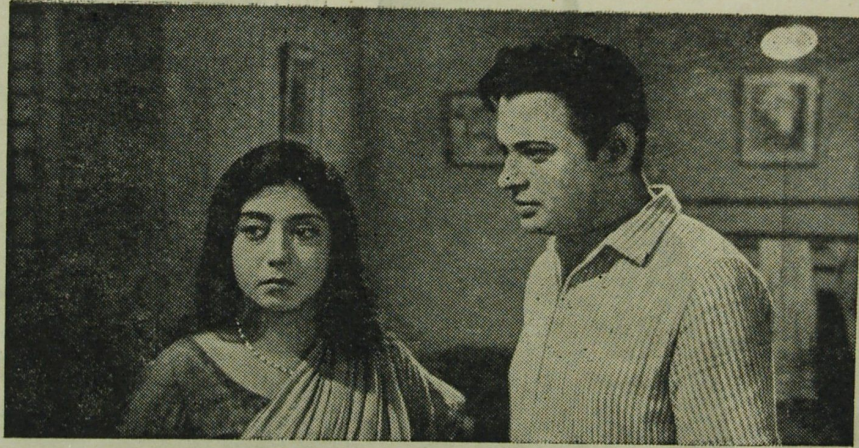


রাধারাণী প্রিকচার্সের

বাল্মীকী







প্রযোজনা  
কার্তিক বর্মন  
রাধারানী পিক্‌চার্সের  
তৃতীয় নিবেদন  
আশাপূর্ণা দেবীর  
**বালুচরী**  
চিত্রনাট্য, সংলাপ ও  
পরিচালনা  
অজিত গাঙ্গুলী  
সুর  
রাজেন সরকার  
পরিবেশনা  
নর্মদা চিত্র

চিত্রশিল্পী—বিজয় ঘোষ শব্দযন্ত্রী—অনিল দাসগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জি  
প্রধান সম্পাদক—বৈষ্ণনাথ চ্যাটার্জি সম্পাদক—রবীন সেন।

শিল্পনির্দেশনা—সুনীল সরকার প্রচার পরিচালনা—ধীরেন মল্লিক।

ব্যবস্থাপনা—প্রেমনাথ ব্যানার্জি গীতরচনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজনা—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

রূপসজ্জায়—অনাথ মুখার্জি, গৌর দাস, চণ্ডী সাহা।

পটশিল্পে—কবি দাসগুপ্ত

পরিচয় লিখন—দিগেন স্টুডিও। স্থির চিত্র—ক্যাপস্।

কণ্ঠসঙ্গীতে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র,

সঙ্গীত মুখোপাধ্যায়।

—সহকারীগণ—

পরিচালনা—সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, বরেন চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেশ রায়, রীতেন সরকার।

চিত্রশিল্পী—পরজ দাস, শান্তি গুহ, মুগ্ধ রায় ও বাউরীবন্ধু।

শব্দযন্ত্রী—বাবাজী, শ্যামল, কালী ও মহাদেব।

শিল্পনির্দেশনা—গোপী সেন। পটশিল্পী—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য।

ব্যবস্থাপনা—হরি ভট্টাচার্য্য। সাজসজ্জায়—কানাই দাস।

সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজনা—বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন।

আলোক নিয়ন্ত্রণ—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, তবরঞ্জন দাস, স্ত্যায় ঘোষ, তারাপদ

মুন্না, রামদাস, রামবিলাস, কাশী ও সুনীল।

দৃশ্যপট নির্মাণ—ছেদীলাল শর্মা, বরজু মহাস্তি, চিরঞ্জীব শর্মা, হিঙ্গবর,

বেণু, রাজারাম, সমপৎ, তামেশ্বর, হরিপদ, চেমা ও দিবাকর।



—রূপায়ণে—

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার,  
পাহাড়ী সাংঘাল, অজয় গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখার্জি, জহর রায়, লিলি  
চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়,  
দীপিকা দাস, গীতা দে, গঙ্গাপদ বসু, নৃপতি চ্যাটার্জি, মিষ্ট, চক্রবর্তী,  
মৃগাল মুখার্জি, অমিয়কান্তি, ধীরাজ দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, সন্দীপ  
চ্যাটার্জি, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, বরেন চ্যাটার্জি, মীতা মুখার্জি, প্রিয়া  
চ্যাটার্জি, উষাদেবী, জয়ন্তী দাস, অপ্রা ভট্টাচার্য্য, নিমাই দত্ত, মিহির  
পাল, অশোক মুখার্জি, অনিন্দ্য ঘোষ, কৃষ্ণ ব্যানার্জি, নিতাই, বিমল,  
শীতল, রবীন, দেবু, জিতেন, হরি, কানাই, বুচান ঘোষ, মাঃ মণ্টু  
হালদার ও আরও অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—মুখরোচক ( টালীগঞ্জ ), হরটিকাল্চার  
( আলীপুর )

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীজে  
পরিষ্কৃত।





একটি মাতৃহীন শিশু আর গোটা দুই মাতৃহীন বালক বালিকা। এক মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ প্রোট এবং দূরন্ত আর্থিক অনটন এই ক্লেদাক্ত সংসারের ভার মন্দিরার মত একটি একুশ বাইশ বছর বয়সের মেয়ের পক্ষে কি যথেষ্টরও অতিরিক্ত নয়!

তবু আত্মহত্যা করেনি মন্দিরা। এই ভরা জাহাজটাকে ডাঙ্গায় টেনে তোলবার সাধনায় মগ্ন হয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছে। মন্দিরার জীবনের ছবিটা তাই হিজিবিজি বাঁকাচোরা জটিল অঙ্ককার নয় শুধু একটা ধূসর একরঙ্গা। এই ধূসরতার অন্তরালে আরো ধূসর আবছা অভিজিৎ। যে তাকে বারবার কাছে ডেকে ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থ হচ্ছে।

নিরুপায় মন্দিরা অন্তরে ডুকরে মরে তবু সাড়া দিতে পারেনা।

অসহায় ভাই বোন আর পঙ্গু পিতার মুখের দিকে চেয়ে তাকে শক্ত হতেই হয়। নিজে কথা ভাববার সময় কোথায় তার। মায়ের ছড়িয়ে ফেলা সংসারটাকে গুছিয়ে দিয়ে তবে তো তার ছুটির প্রশ্ন।







শুধুই সত্য এম, বি, বি, এস পাশ করা ডাক্তার অভিজিৎ ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বলে, সে অপেক্ষা করবে, শুনে অতি দুঃখেও হাসে মন্দিরা।

দ্বিতীয় দৃশ্বে দেখা যায় মন্দিরার চেহারা আরো বদলে গেছে। পঙ্কু পিতা জ্যেষ্ঠ্যাকন্ঠার এই ক্লচ্ছসাধন সহ করতে না পেরে সংসার থেকে চিরদিনের জন্তে পালায়ে গেছেন।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে মন্দিরা বাড়ীর নিচের তলায় বাচ্ছাদের জন্ত একটা স্কুল খুলেছে। নাম দিয়েছে 'কমলকলি পাঠশালা'।

এই কমলকলি পাঠশালাকে কেন্দ্র করেই মন্দিরার জীবন এগিয়ে চলে। আর অভিজিৎ ভাবে দেখাই যাক না দিনগুলোকে যোগ করে অক কোথায় শেষ হয়।

দিন কেটে যায়, মাসকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসে বছর। এ বাড়ীতে আরও কত ঘটনা ঘটে, অঘটনও বাদ পড়ে না।

তবু হাল ছাড়েনা মন্দিরা। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেলেও সংপাত্রে দুই বোনের বিবাহ দেয়।

সর্বশ্ব দিয়ে মুক্তির উপায় খোঁজে। ছুটি চায় সে সংসারের কাছে।

কিন্তু...

আজো হৃদয় আমার পথ চেয়ে দিন গোণে,  
 আসবে কখন বন্ধু আমার এই শুধু ভাবি মনে ।  
 জীবন পথের ক্রান্ত দিনের শেষে  
 কখন তুমি ডাক পাঠাবে,  
 সে কোন অচিন দেশে ।

আহা কান পেতে মন সেই কথাটি শোনে ।  
 স্বপ্ন দেখি তাই, যে গান আমি গাই,  
 রেখে দিলে তুমি তারে মরমের মনিহারে  
 অনেক বাধার অর্থে সাগর কূলে  
 থেমেও যদি বন্ধু খেয়া আবার গেলো খুলে  
 তবু তীরের মায়ার জাল কেন সে বোনে ।

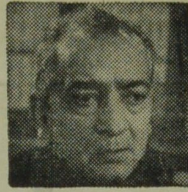
আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব,  
 তোমায় আবার ভালবাসব,  
 তুমি কি ডাকবে মোরে চেনা সে নামটি ধরে ।  
 জীবনের এই পথ আঁকাবাকা হয় হোক হোক না সে বন্ধুর  
 ঠিকানা লিখে থাক ওই দুটি কালো চোখ এই প্রিয় বন্ধুর ।

তুমি দিলে সে কথা পাখী নিয়ে গায়,  
 আকাশের নীল স্বপ্নে আলো হয়ে যায়  
 পৃথিবীর যত সুখ যত কিছু ভালো তার,  
 সব নিয়ে চলে যাই  
 দুজন্য দুটি মন চিরতরে একাকার  
 এই শুধু বলে যাই ।

আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি,  
 দেখতে গো সব তারা জ্বলছে  
 মিষ্টি কথা চাঁদ বলতে জানে তুমি শুনতে পেলো না ।  
 একটু পরেই ঐ নদী কূলে কূলে জোয়ায় পেলো,  
 একটি সাগর জলরংয়ে ঐ ছবি রাস্মিয়ে গেলো ।  
 তাই আমি জেগে জেগে একা একা দেখি তুমি  
 দেখতে এলে না ।  
 মন থেকে অন্তরাগ আনতে আনতে আনতে  
 পড়লে যে তুমি ঘুমিয়ে পারলে না কিছু জানতে,  
 একটু জোয়ায় কোন আশা মনে মনে সত্যি হোত  
 একটু শোনায়ে কোন কথা লাগতো যে সোণার মত ।  
 জীবনের পথে পথে চুপি চুপি তুমি তারে জানতে গেলে না ।

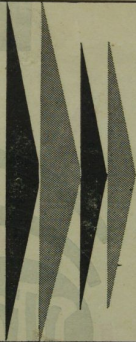


হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি,  
 দেখি ভুল সবি ভুল সবি ওগো ভুল  
 এ খেলা শুধুই ফাঁকি  
 অতীতকে সমুখেতে রেখে আমি কি ছবি  
 চলেছি এঁকে  
 যত রং দিতে চাই দেখি সেতো নাই  
 কিছু নাই বাকি  
 গানের মেলায় বুঝিনি যে হায়  
 বুক ভাঙ্গা বাঁশী স্মৃতির ব্যথায় ভরে যায়  
 আকাশকে বলি মেঘে ঢাকো,  
 ওগো আলোর কবিতা রাখো  
 আমি ভুলে গেছি স্বর আলো হতে দূর  
 আঁধারেই থাকি।



প্রস্তুতিমগ্ন!

স্বীকৃত



বনপ্রিন্ট, চিত্রনাট্য ও  
সংগীত  
সলিল সেন  
সংগীত  
রাজেন সরকার

শ্রেষ্ঠাংশে  
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়  
অনুরূপ হরিধন  
জহর রায়, সঙ্ক্যারাবী

একমাত্র পরিবেশক—নর্মদা চিত্র